BURO Bangladesh

বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রত্যয়

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬ • সংখ্যা-৭ • বর্ষ-২

মধুপুর ও সিলেট মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্বোধন

BURO Bangladesh
বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬ • সংখ্যা-৭ • বর্ষ-২

সম্পাদকীয়

নতুন বছরের শুভেচ্ছা সকলকে। 'প্রত্যয়' এর সপ্তম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। এ প্রান্তিকে উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে মধুপুর এবং সিলেটে দুটি নতুন মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্বোধন। বুরোর অগ্রযাত্রার পথে আরও দুটি সাফল্যের পালক যুক্ত হলো। বুরো বাংলাদেশের কর্মীদের এবং সদস্যদের দক্ষতা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এই দুটি মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একই ক্যাম্পাসে আঞ্চলিক কার্যালয়ও রয়েছে। মধুপুর মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির সম্মানীত এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান এবং প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব জনাব অমলেন্দু মুখার্জি। সিলেট মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব আব্দুল মান্নান এমপি। ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে বার্ষিক সাধারণ সভা যেখানে নতুন গভর্ণিং বডি নির্বাচন করা হয়েছে। এ প্রান্তিকে প্রধান কার্যালয়ের কর্মীদের নিয়ে একটি কর্মী সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ৩১শে ডিসেম্বর ছিল বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের জন্মদিন। প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কর্মীরা ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান তাঁকে। আমরা সকলে নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

বুরোর সকল শাখা কার্যালয়ের কর্মী ভাই বোনেরা পূর্ণোদ্দমে তাদের দায়িত্ব পালন করে চলছে যা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার। আশা করা যায়, এ বছরের শাখা ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ভালভাবেই বাস্তবায়িত হবে। আমাদের জন্য একটি দুঃখজনক সংবাদ হচ্ছে গত প্রান্তিকে আমরা একজন নিবেদিত প্রাণ কর্মী বোনকে হারিয়েছি। তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি এবং তাঁর নিকটজনকে জানাই আন্তরিক সমবেদনা। সংস্থায় তার অবদান বুরো কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছে।

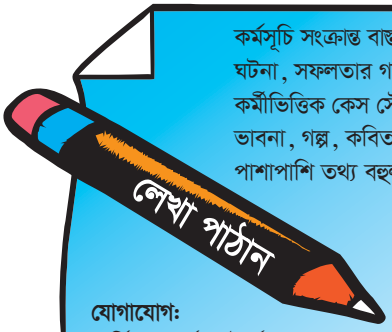

কর্মসূচি সংক্রান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনা, সফলতার গল্প, সদস্য বা কর্মীভিত্তিক কেস স্টোরি, নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা, গল্প, কবিতা, ছড়া, কৌতুকের পাশাপাশি তথ্য বহুল লেখা পাঠান।

এছাড়াও প্রত্যয় সম্পর্কিত আপনাদের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

যোগাযোগঃ
নার্গিস মোর্শেদ, *উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক মনিটরিং ও রিপোর্টিং*, প্রধান কার্যালয়।
ফোন: ০১৭৩৩২২০৮৫৪

নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের জন্মদিন

গত ৩১শে ডিসেম্বর ছিল বুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের জন্মদিন। প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কর্মীরা ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান তাঁকে, পরে কেক কাটা হয়। আমরা সকলে নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

সাফল্যগাঁথা

আসমা রহমানের ডোর ফ্যাক্টরী

১৯৯৯ সালের কথা, আসমা রহমান দারিদ্রের কষাঘাতের মধ্য দিয়ে তাদের জীবন অতিবাহিত করছিল। তার স্বামী অল্প বেতনে ওয়ার্কসপে চাকুরি করতেন। তাদের সংসার চালাতে গিয়ে খুব হিমসিম খেতে হত। ভাড়া করা বাসায় থাকতেন। আসমা এবং তার স্বামী দুজনেই প্লাষ্টিক ডোর তৈরীর কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। এক সময় স্বামী চাকরি ছেড়ে নিজেরাই একটা জায়গা ভাড়া নিয়ে ম্যানুয়াল প্লাষ্টিক ডোর তৈরী করা শুরু করেন। এমতাবস্থায় বুরো বাংলাদেশ ধামসোনা শাখা থেকে ২০০০ সালে কিছু টাকা ঋণ নিয়ে ডোর ব্যবসার কাজে বিনিয়োগ করেন। পরবর্তীতে আরও বেশী টাকা ঋণ নেন। ক্রমেক্রমে গ্রাহকদের চাহিদা বাড়তে থাকে, ব্যবসারও উন্নতি হতে থাকে। প্রতি বছরই নিয়মিত ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং নিয়মিত পরিশোধ করেছেন। উন্নত প্রযুক্তির মেশিন স্থাপন করেছেন। সর্বশেষ ১০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহন করেছেন। এখন তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী। এক সময় যার স্বামী অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করত আজ তার প্রতিষ্ঠানেই অন্তত ২০ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। একটা সময় ছিল সমাজে তার কোন সন্মান ছিলনা। আজ এলাকার মানুষ তাকে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে সন্মান করেন। এখন আসমা রহমানের ডোর ব্যবসায় প্রতি মাসে প্রায় ৫০,০০০-৬০,০০০ টাকা নীট লাভ হয়। তার ব্যবসার আয়ের টাকা দিয়ে গাজীরচট ইউনিক বাস ষ্ট্যান্ডের কাছে ৪ শতাংশ জায়গা কিনে ৫ তলা একটি ভবন নির্মান করেছেন। ঐ বাড়ি থেকে তিনি মাসে ৭০,০০০ টাকা বাড়ী ভাড়া পান। বর্তমানে তার ফ্যাক্টরী এস আর ট্রেডিং কর্পোরেশন ১৮ শতাংশ জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত যা তিনি নিজে ক্রয় করেছেন। তার এক ছেলে বিবিএ পাশ করে তার মায়ের ব্যবসায় সহযোগীতা করেন। বড় মেয়ে বিএ অনার্স পাশ করেছেন। তার ছোট মেয়ে মাদ্রাসায় পড়ালেখা করেন। এখন সমাজের অনেক সেবামুলক কাজের সাথে তিনি ও তার স্বামী সম্পৃক্ত। ভবিষ্যতে তারা স্বামী মানিকগঞ্জে আরেকটি ডোর ফ্যাক্টরী করার পরিকল্পনা করছেন।

নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠান FNB এর নতুন কমিটি

বাংলাদেশে কর্মরত NGO দের নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠান FNB (Federation of NGOs in Bangladesh) এর জাতীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারপারসন নির্বাচিত হয়েছেন বুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন। সম্প্রতি আশার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত FNB-র এক সভায় এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। চেয়ারপারসন নির্বাচিত হয়েছেন ব্র্যাকের চীফ ফাইনানসিয়াল অফিসার (CFO) জনাব এস এন কৈরী এবং ট্রেজারার হয়েছেন আশার একজিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব ফয়জার রহমান। জাকির ভাইসহ নির্বাচিত সকলের প্রতি আমাদের অভিনন্দন ও শুভ কামনা।

মধুপুর ও সিলেট সিএইচআরডি'র যাত্রা শুরু

শিল্পায়ন, বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তি বিকাশের প্রভাবে 'মানব-সম্পদ' ধারণাটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি লাভ করার পর থেকেই বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে জোরালো একটি প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিলম্বে শুরু হলেও বাংলাদেশেও এই প্রক্রিয়া চলছে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে। শিক্ষা ব্যবস্থায় 'কর্মমুখী শিক্ষা' অন্তর্ভূক্ত করাসহ বিভিন্ন উপায়ে রাষ্ট্র তার বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার প্রয়াশ অব্যাহত রেখেছে এবং পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন উন্নয়নকামী প্রতিষ্ঠানও নিজ নিজ ক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রের এই প্রয়াশের সহযাত্রী হয়েছে। দেশের তৃতীয় বৃহত্তম বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে 'বুরো বাংলাদেশ'ও জাতীয় উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই কার্যক্রমের গর্বিত অংশীদার।

ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারী জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করার মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখাই বুরো বাংলাদেশের আদর্শিক লক্ষ। যে কোন উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুই যেহেতু দক্ষ মানব সম্পদ, তাই বুরো বাংলাদেশ তার সেবাদানকারী কর্মী ও সেবাগ্রহীতাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তুলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই। তবে শুরুতে প্রশিক্ষণ বিভাগ থাকলেও সংস্থার নিজস্ব কোন মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র (Center for Human Resource Development-CHRD) ছিল না। পরবর্তীতে টাঙ্গাইল, খুলনা, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে চারটি সিএইচআরডি স্থাপিত হলে কর্মী ও গ্রাহকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করার মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলার কাজটিই সাফল্যের সাথে চালিয়ে যাচ্ছে বুরো বাংলাদেশ।

এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালের নভেম্বরে টাঙ্গাইলের মধুপুরে এবং এই নববর্ষের জানুয়ারিতে সিলেটে আধুনিক স্থাপত্য নকশায় নির্মিত দুটি দৃষ্টিনন্দন সিএইচআরডি ভবন উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে সংস্থাটির জন্য একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। দুটি ভবনেরই নকশা করেছেন অর্গানো আর্কিটেক্টস এর প্রধান স্থপতি মামুনুর রহমান। শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্যের দিক থেকেই নয়, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, আবাসিক সুযোগ-সুবিধা, সেবার মান ও ব্যবস্থাপনার দিক থেকেও নব নির্মিত সিএইচআরডি দুটি সংস্থার প্রগতিতে বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী অদূর ভবিষ্যতে বরিশাল, রংপুর, যশোর, ফরিদপুর ও কুমিল্লার বহুতল সিএইচআরডিগুলোর কার্যক্রম শুরু হলে তা শুধু বুরো বাংলাদেশের জন্যই নয় বরং জাতীয় পর্যায়েও একটি মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

২

মধুপুর মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের ছয় তলা বিশিষ্ট নজরকাড়া ভবন ও সুপরিসর ক্যাম্পাসটি নির্মিত হয়েছে বুরো বাংলাদেশের জন্মভূমি টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার কাকরাইদ ইউনিয়নে। তবে ইউনিয়ন হওয়ায় ঘাবড়াবার কিছু নেই, কারণ মধুপুর শহর থেকে জায়গাটি মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরে। অটোরিকশায় যাওয়া যায়, হাতে সময় থাকলে সাধারণ রিকশাতেও যাওয়া যাবে, আর ব্যক্তিগত গাড়ি থাকলে তো বলার কিছুই থাকে না। আমি তিনভাবেই গিয়েছি। ভবনটি আবিষ্কার করতেও কাউকে বেগ পেতে হবে না, মূল রাস্তার পাশে হওয়ায় দূর থেকেই দৃষ্টি কাড়ে। বাঁধা একটিই, সেটা নিরাপত্তা প্রহরী। এই বাঁধা অতিক্রম করে প্রধান ফটক দিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করলেই ভবনটির স্থাপত্যশৈলী যে শক্তিতে অতিথিদের আকৃষ্ট করবে, ঠিক একই শক্তিতে চমৎকার বাঁকানো লেক ও এর উপর নির্মিত লোহার কাঠামো ও কাঠের পাটাতনের দৃষ্টিনন্দন সেতু-পথটিও মুগ্ধ করবে আগত অতিথিদের। অবশ্য আমার মতে, সেতুতে উঠার আগ পর্যন্ত লেকের সৌন্দর্য দর্শনের আশা না করাই ভাল। লেক পেরুলেই হাতের বাম পাশে ছোট একটি ঝরণা। ছোট হলেও এতে ঐশ্বর্যের কমতি নেই। দেখে চোখ তো জুড়াবেই, পড়ন্ত জলের মৃদু শব্দে কানও জুড়াবে। কেউ যদি ভাবেন এই সিএইচআরডির সবটুকু আকর্ষণ প্রবেশেই শুরু আর প্রবেশেই শেষ, তবে ভুল করবেন। কারণ প্রধান ফটক থেকে অতিথি লাউঞ্জ, অতিথি লাউঞ্জ থেকে ভবনের ছাদ এবং প্রতিটি তলার প্রতিটি কক্ষেই অপেক্ষা করছে অভিভূত হওয়ার মত নানা কিছু। তবে 'নান কিছু' বলে আমি রহস্য সৃষ্টি করতে চাই না। এর অর্থ সুপরিসর কক্ষ, সরল অথচ চমৎকার আসবাবপত্র (সিমপ্লিসিটি ইজ দ্য বেস্ট– এ কথা কে না জানে!) এবং অবশ্যই রুচিশীল ওয়াশরুম। অর্থাৎ মূল কথা হলো প্রশান্তির আবাসন।

যাইহোক, লেকের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে হাতের ডানপাশে সুন্দর একটি উন্মুক্ত মঞ্চ চোখে পড়বে। কিন্তু আপনি যখন ভবনের ছাদে যাবেন তখন মনে হবে ঐ মুহূর্তের আগ পর্যন্ত ওই মঞ্চ আপনি দেখেনই নি। আমি নিশ্চিত আপনি এরকমটিই ভাববেন, কারণ আমিও এভাবেই ভাবতে বাধ্য হয়েছিলাম। এই একই দৃশ্যে নতুন মাত্রা যোগ হয় যখন অন্ধকার নামে। রুচিশীল আলোকসজ্জার এই সৌন্দর্য আপনাকে স্বচক্ষেই দেখে নিতে হবে। কারণ শব্দ দিয়ে সব সৌন্দর্য বর্ণনা করা সত্যিই মুশকিল।

ছাদে যখন একবার উঠেছি তখন দ্রুত নেমে না যাওয়াই ভাল। ছাদের সৌন্দর্যও কোন অংশে কম নয়। যারা ঢাকার জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত তারা এটাকে 'স্বর্গোদ্যান' ভাবলেও দোষের কিছু হবে না। কারণ, এখানেও বাগান আছে, বাগানে রঙিন ফুলের অসংখ্য গাছ আছে এবং হাটার জন্য খোলা জায়গাও আছে। কেউ হাটতে না চাইলে চেয়ার পেতে বসতে পারবেন কিংবা চাইলে একটু জিমও করে নিতে পারবেন। ওখানে সে ব্যবস্থাও আছে। শুধু তাই নয়। মধুপুর সিএইচআরডি'র এই ভবনটিতে ছাদের উপরেও ছাদ আছে। তবে উঠতে হবে লোহার সিঁড়ি বেয়ে। সিঁড়িটি নিরাপদ, পরে যাওয়ার ঝুঁকি নেই। একবার উঠতে পারলেই চোখের সামনে উন্মোচিত হবে মধুপুর গড়ের রহস্যঘেরা সৌন্দর্য– দিগন্ত আর অরণ্যের সুপ্রাচীন সখ্য। সরু সিঁড়ি বেয়ে টাওয়ারে উঠতে যারা ভয় পান আবার উঁচু জায়গা থেকে অরণ্য দেখার লোভও সামলাতে পারেন না, তাদের জন্য এই ছাদটিই হতে পারে আদর্শ বিকল্প স্থান! অরণ্যের বিপরীত দিকে তাকালেই চোখে পড়বে বিস্তীর্ণ কৃষিভূমি। এই অংশকে 'পাহাড়ী-সমতল' বলা যেতে পারে। এসব দৃশ্য দেখে কারো হৃদয়ে একবার অরণ্যচারী তো আরেকবার কৃষক হওয়ার সাধ জাগলে অবাক হব না। আসলে, জায়টা এমনই।

আরো একটি কথা না বললেই নয়। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে সূর্যাস্ত দেখার অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ গাছের গভীরে সূর্যের ডুব দেওয়ার দৃশ্য কয়জনই বা দেখেছে! এই ভবনটির ছাদ, মানে ছাদের উপরের ছাদ

থেকে সে দৃশ্যও দেখা যাবে। আমি কিন্তু মোটেও বাড়িয়ে বলছি না। তবে দূরের সৌন্দর্য দেখতে গিয়ে কাছের সৌন্দর্য মিস করা একদমই ঠিক হবে না। ছাদে লাগানো হলুদ-কমলার মিশেলে বাগানবিলাশ গাছটি যে কারো হৃদয়ে প্রশান্তি এনে দেবে। এই প্রজাতির গাছে এমন রঙ আমি খুব কমই দেখেছি। এখানে একটি কথা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। সেলফি তুলার ম্যানিয়া যাদের আছে, আমি নিশ্চিত, বুরো বাংলাদেশের মধুপুর সিএইচআরডিতে গিয়ে তারা সেলফি তুলে শেষ করতে পারবেন না। বিশ্বাস না হলে একবার ঘুরে আসতে পারেন।

৩

এবার আসল কথায় আসা যাক। ২০১৬ সালের নভেম্বরের পঁচিশ তারিখে মধুপুর মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রটি উদ্বোধন করতে এসেছিলেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির সম্মানিত এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব অমলেন্দু মুখার্জী। সাথে ছিলেন বুরো বাংলাদেশের গভর্ণিং বডির চেয়ারপার্সন জনাব সুখেন্দ্র কুমার সরকার, বুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন এবং গভর্ণিং বডি ও সাধারণ পরিষদের বেশ কয়েকজন সম্মানিত সদস্য। আরো উপস্থিত ছিলেন সংস্থাটির পরিচালক- বিশেষ কর্মসূচী জনাব সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক- ঝুঁকি ব্যাবস্থাপনা জনাব খন্দকার মাহফুজুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক- বিশেষ কর্মসূচী জনাব প্রাণেশচন্দ্র বণিক, সহকারী পরিচালক- ফারমিনা হোসেন, প্রধান সমন্বয়কারী- নির্মান জনাব মুকিতুল ইসলাম, বুরো বাংলাদেশের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় প্রধানবৃন্দ, প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রশিক্ষকবৃন্দ ও প্রধান কার্যালয় থেকে আগত কর্মীবৃন্দসহ স্থানীয় প্রশাসন, রাজনৈতিক ও সুশীল সমাজের আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ সিএইচআরডি ক্যাম্পাসে প্রবেশ করার পর ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে ও নাচে-গানে তাদের বরণ করে নেয় ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিহিত গাড়ো সম্প্রদায়ের শিশু-কিশোরীরা। পরে রঙিন বেলুন ও শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে চমৎকার এই স্থাপনাটি উদ্বোধন করেন তিনি। বাইরের আনুষ্ঠানিকতা শেষে ফুলে মোড়ানো ফিতা কেটে অতিথিবৃন্দ ভবনে প্রবেশ করার পর শুরু হয় আলোচনা অনুষ্ঠান। নিচতলার সুপরিসর সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমন্ত্রিত অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দেন পরিচালক- বিশেষ কর্মসূচী জনাব সিরাজুল ইসলাম। পরবর্তীতে প্রজেক্টরের মাধ্যমে বুরো বাংলাদেশের কার্যক্রম সম্পর্কে অতিথিদের ব্রিফ করেন অতিরিক্ত পরিচালক- বিশেষ কর্মসূচী জনাব প্রাণেশচন্দ্র বণিক।

প্রধান অতিথি অমলেন্দু মুখার্জী তার বক্তব্যে নিজ কর্মীসহ অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আধুনিক এই সিএইচআরডিটি নির্মাণ করায় বুরো বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান। ভবিষ্যতে দেশের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এ ধরনের একটি সিএইচআরডি নির্মাণের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, মধুপুর অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করাই এই সিএইচআরডি নির্মাণের উদ্দেশ্য। তবে অন্যান্য সরকারি, বেসরকারি ও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোও তাদের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সুযোগ পাবে। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, বুরো বাংলাদেশের সাত হাজার কর্মীর মধ্যে প্রায় এক হাজার জনই মধুপুর-ধনবাড়ি অঞ্চলের এবং আবার এই এক হাজার জনের ১৫ শতাংশই গাড়ো সম্প্রদায়ের। নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন ঘোষণা করেন, ভবিষ্যতে বুরোর কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত হলে এ সম্প্রদায় থেকে আরো বেশি সংখ্যক কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব সুখেন্দ্র কুমার সরকার। তিনি বুরো বাংলাদেশের চলমান কার্যক্রম ও দেশের এনজিও সেক্টরে জনাব জাকির হোসেনের ভূমিকার ভূয়সি প্রশংসা করেন। সবশেষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দের সদয় উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন সহকারী পরিচালক ফারমিনা হোসেন।

এরপর মধ্যাহ্ন ভোজ ও সবশেষে সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তবে নিবন্ধের এই পর্যায়ে মধুপুর নিয়ে বাক্যব্যয় করার সুযোগ আর নেই, কারণ সিলেট পর্ব এখনো বাকি। কিন্তু কথায় বলে, বাকি মানেই ফাঁকি। এ নিবন্ধে সেটাই হতে যাচ্ছে। অর্থাৎ সিলেট পর্ব সংক্ষিপ্তই করছি।

৪

বুরো বাংলাদেশের সিলেট মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের ভবনটি উচ্চতা ও আয়তনে মধুপুরেরটির চেয়ে কম হলেও আধুনিক সব সুযোগ-সুবিধাই এতে আছে এবং সৌন্দর্যের মানদন্ডেও এটি স্বতন্ত্র। তাই মধুপুর সিএইচআরডির সাথে এটার তুলনা করা সঠিক হবে না বলেই মনে করি। শুধু এটুকু বলতে পারি যে, স্থাপত্যশৈলী ও নন্দনতত্ত্বের বিচারে সিলেট সিএইচআরডি'র ভবনটিও অসাধারণ ও নয়নাভিরাম। ১১ জানুয়ারি ২০১৭-তে সিলেট শহর থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে নির্মিত এই সিএইচআরডিটি উদ্বোধন করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী জনাব আবদুল মান্নান। প্রধান অতিথি সিএইচআরডির মূল গেটে পৌঁছলে তাকে স্বাগত জানান বুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেনসহ অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ। ফুলেল শুভেচ্ছায় স্নাত হয়ে জনাব আবদুল মান্নান ক্যাম্পাসের ভেতরে প্রবেশ করেন এবং বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে উদ্বোধন করেন নব নির্মিত এই মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রটি। উদ্বোধনী আলোচনা পর্বে মন্ত্রী এ ধরণের উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং বুরো বাংলাদেশের ভবিষ্যত সাফল্য কামনা করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব অমলেন্দু মুখার্জী আর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন বুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন। এই অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বুরো বাংলাদেশের পরিচালক-অর্থ জনাব এম. মোশাররফ হোসেন, পরিচালক- বিশেষ কর্মসূচী জনাব সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক- ঝুঁকি ব্যাবস্থাপনা জনাব খন্দকার মাহফুজুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক- বিশেষ কর্মসূচী জনাব প্রাণেশচন্দ্র বণিক, সহকারী পরিচালক- ফারমিনা হোসেন, প্রধান সমন্বয়কারী- নির্মান জনাব মুকিতুল ইসলাম, বুরো বাংলাদেশের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় প্রধানবৃন্দ ও প্রধান কার্যালয় থেকে আগত কর্মীবৃন্দসহ প্রশাসন, রাজনৈতিক ও সুশীল সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে সিলেট সিএইচআরডি'র কনফারেন্স হলেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের শিল্পীবৃন্দ ও সংস্থার প্রধান কার্যালয় থেকে আগত অনেকেই।

• *আশরাফুল আলম খোশনবীশ, অফিস ব্যবস্থাপক, প্রধান কার্যালয়*

মধুপুর মা
উন্নয়ন কেন্দ্রের উ

গত ২৫শে নভেম্বর শুক্রবার ছিল বুরো বাংলাদেশের মধুপুর মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এই নতুন মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান এবং প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব জনাব অমলেন্দু মুখার্জি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বুরো বাংলাদেশের গভর্নিং বডির সম্মানিত চেয়ারপারসন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ, জনাব সুখেন্দ্র কুমার সরকার। ভবনের প্রবেশ মুখেসম্মানীত অতিথিবৃন্দকে বর্ণিল নৃত্যগীত এবং ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথমেই বুরো বাংলাদেশ এবং তার সার্বিক কার্যক্রমের ডিজিটাল উপস্থাপন করেন সংস্থার অতিরিক্ত পরিচালক জনাব প্রানেশ বনিক। মঞ্চে আসন গ্রহন করার পর স্বাগতঃ সংগীত পরিবেশন করে স্থানীয় গাড়ো সম্প্রদায়ের ছোট ছোট মেয়েরা।

(১১ পৃষ্ঠায় পড়ুন)

মঞ্চে উপবিষ্ট জাকির ভাইসহ সম্মানীত অতিথিবৃন্দ

স্বাগতঃ সংগীত পরিবেশন করে গাড়ো সম্প্রদায়ের মেয়েরা

প্রধান অতিথি এবং উদ্বোধক জনাব অমলেন্দু মুখার্জি

বক্তব্য রাখছেন সভাপতি জনাব সুখেন্দ্র কুমার সরকার

বক্তব্য রাখছেন পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচী জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম

বুরোর কার্যক্রম উপস্থাপন করেন অতি: পরিচালক প্রানেশ বনিক

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সহ: পরিচালক ফারমিনা হোসেন

নব সম্পদ
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

বিশিষ্টজনদের অভ্যর্থনায় স্থানীয় মেয়েরা

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সুধীমন্ডলীর একাংশ

বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে এবং ফিতা কেটে ভবনের উদ্বোধন করেন সম্মানীত অতিথিবৃন্দ

শুভেচ্ছা বক্তব্যদেন জনাব আনোয়ার-উল-আলম

স্বাগতঃ ভাষন দেন জনাব জাকির হোসেন

অতিথিদের হাতে বুরোর ক্রেষ্ট তুলে দেয়া হয়

রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল

সংগীত পরিবেশন করেন জাকির ভাই নিজেও

সিলেট মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

মঞ্চে উপবিষ্ট জাকির ভাইসহ সম্মানীত অতিথিবৃন্দ

গত ১১ই জানুয়ারী বুধবার ছিল বুরো বাংলাদেশের সিলেট মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এই নতুন মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব আব্দুল মান্নান এমপি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির সম্মানীত এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান এবং প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব জনাব অমলেন্দু মুখার্জি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব আশফাক আহমেদ। এই

সম্মানীত অতিথিদের হাতে বুরোর ক্রেষ্ট তুলে দেয়া হয়

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সুধীমন্ডলী

পুরো ক্যাম্পাস ঘুরে দেখেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

বক্তৃতা করেন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান এবং বিশিষ্টজনেরা

বেলুন- পায়রা উড়িয়ে এবং ফিতা কেটে ভবনের উদ্বোধন করেন সম্মানীত অতিথিবৃন্দ

উদ্বোধনী বক্তৃতা দেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব আব্দুল মান্নান

মহতি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বুরো বাংলাদেশের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেবুরো বাংলাদেশের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন সংস্থার অতিরিক্ত পরিচালক জনাব প্রানেশ বনিক। স্বাগতঃ বক্তব্য দেন পরিচালক-অর্থ জনাব মোশাররফ হোসেন এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচী জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম। উপস্থিত অতিথিদের মধ্য থেকে কয়েকজন সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। রাতে স্থানীয় শিল্পীগোষ্ঠি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

বক্তব্য দেন জনাব অমলেন্দু মুখার্জি

বুরোর কার্যক্রম উপস্থাপন করেন প্রানেশ বনিক

স্বাগতঃ বক্তব্য দেন জনাব মোশাররফ হোসেন

রাতে স্থানীয় শিল্পীগোষ্ঠি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে

সভাপতির বক্তব্য দেন জনাব জাকির হোসেন

বাংলাদেশের বাস্তবতায় নারীর প্রতি সহিংসতা

সমাজে জেন্ডার অসমতা আছে বলেই নারী ও পুরুষ ভিন্নভাবে মূল্যায়িত হয়। তাদের জীবনের সুযোগ- সুবিধা প্রাপ্তিতে ও ভিন্নতা দেখা যায়। নারী সহিংসতার শিকার হয়। বেশীরভাগ নির্যাতনের ঘটনা ঘটায় পুরুষ আর নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু হয় নারী ও কন্যা শিশু। নারীর প্রতি সহিংসতার মূল কারণগুলো হলো: পুরুষ নিজেকে ক্ষমতাবান ভাবা ও নারীকে ক্ষমতাহীন দুর্বল মনে করা, সমাজে বহুকাল ধরে নারী-পুরুষ বৈষম্য সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত থাকা, ভারসাম্যপূর্ণ জেন্ডার তৈরীতে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের তেমন গুরুত্ব না দেয়া, সরকার কর্তৃক প্রণীত জেন্ডার নীতিমালা সমাজের সকল ক্ষেত্রে প্রতিপালিত না হওয়া, নারী নির্যাতন রোধে বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ না করা, বিদ্যমান সামাজিক কাঠামোতে নারী নির্যাতনের জন্য নারীকে দায়ী করা এবং নির্যাতনকালে নানাভাবে তাকে হেয় করা।

এসকল পরিস্থিতির কারণেই নারী নির্যাতন ঘটছে। নারীর জীবনে দুর্দশা বেড়ে চলেছে। এই নারী নির্যাতনে নির্যাতনকারীরা কিন্তু আমাদের কাছের মানুষরাই। যেমন: পরিবারের নিকট আত্মীয়, নারীর উপর কর্তৃত্ব করতে পারে এমন কেউ (উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বাড়ীর কর্তা), কোন ব্যক্তির নিজের জীবনে মারাত্মক মানসিক চাপ ও হতাশা তীব্র হলে।

জীবনের নানা পর্যায়ে নারী সহিংসতার ঘটনা ঘটছে। গর্ভবতী নারীর ভ্রূণহত্যা, কন্যা শিশুকে কম খেতে দেয়া, পড়তে দেয়া, চিকিৎসা সেবা না দেয়া, শারীরিক নির্যাতন, বিবাহপূর্ব সম্পর্ককালে সহিংস আচরণ, সম্পদ কেড়ে নেয়া, সম্পত্তিচ্যুত করা, অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে বাধ্যতামূলক যৌন সম্পর্ক স্থাপন, মনস্তাত্ত্বিক নির্যাতন, শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে যৌন নিপীড়ন, নারী পাচার, বেশ্যাবৃত্তিতে বাধ্যকরণ, ই-নির্যাতন- ফেসবুক, মোবাইল ফোন প্রভৃতি মানসিক চাপ প্রয়োগ, পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে হত্যা, অবিবাহিত পেশাজীবী নারীকে প্রতারণা ও হয়রানি, উত্যক্তকরণ

ইত্যাদি। এভাবে জীবনের নানা পর্যায়ে নারীরা সহিংসতার যাতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে ইউএনএফপিএর সহায়তায় ২০১৩ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো একটি জাতীয় জরিপ প্রকাশ করে। এতে দেখা যায়, ৮৭ শতাংশ বিবাহিত নারী তাঁদের জীবনে কোনো না কোনো ধরনের সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ২০১৩ সালে আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গবেষণা চালায় ইউএন উইমেন। এতে দেখা যায়, ৭৬ শতাংশ নারী শিক্ষার্থী জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন।

২০০৭ সালে ঢাকা শহরে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়, অফিসে কাজ করা নারী কর্মীদের ১১ শতাংশ, স্কুলশিক্ষিকাদের ২৯ শতাংশ, পোশাক কর্মীদের ৮৫ শতাংশ এবং দিনমজুর হিসেবে নিয়োজিত নারীদের ১০০ শতাংশই তাঁদের কর্মক্ষেত্রে শারীরিক, মানসিক ও যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন।এই তথ্য এটাই প্রমাণ করে যে, মাতৃমৃত্যু হ্রাস, প্রাথমিক ও নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সমতা অর্জনসহ জেন্ডারভিত্তিক সমতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উন্নতি করলেও নারীর প্রতি সহিসংতার ক্ষেত্রে সবাইকে আরও অনেক কিছু করতে হবে। পাড়ি দিতে হবে দীর্ঘ পথ।

সমাজে বিদ্যমান গভীর কাঠামোগত অসমতারই বহিঃপ্রকাশ নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়টি বাংলাদেশের নারীদের জীবনের অনেক সম্ভাবনাকে সীমিত করে দেয়। দেশের শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ৪০ শতাংশের কম। পুরুষের ক্ষেত্রে এই হার ৮৫ শতাংশ। শ্রমশক্তিতে অংশ নেওয়া নারীর গড় আয় পুরুষের চেয়ে অনেক কম।নারীর প্রতি সহিংসতায় জড়িত নন এমন ব্যক্তিরা ভাবতে পারেন, বিষয়টি তাঁদের জন্য কোনো সমস্যা নয়, কিন্তু তাঁদের এই ভাবনা ভুল। সহিংসতার ভীতি অসম-সমাজ তৈরী করে। ওই সমাজে কোনো ক্ষেত্রে নারী সমমর্যাদায় অংশ নিতে পারেন না, পারেন না কোনো অবদান রাখতে।

যাত্রীবাহী বাসে আমরা কজন নারীকে দেখি? স্বাস্থ্যসেবা, জলবায়ু পরিবর্তন বা স্থানীয় বাজেট বরাদ্দ বিষয়ক আলোচনায় কজন নারী তাঁর পারিবারিক চাহিদা সম্পর্কিত তথ্য তোলেন? কজন নারী পাশের যুবকেন্দ্র বা ফুটবল মাঠে যান? কতজন নারী চায়ের দোকানে বসে প্রাণখুলে চা পান উপভোগ করেন? বিকেলে অফিস ছুটির ব্যস্ত সময়ে কজন নারীকে দেখা যায়?

সহিংসতার ভীতি নারীকে সমনাগরিক হওয়া থেকে বিরত রাখে। এটা অস্বীকার করার জো নেই-এতে সবাই-ই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এ সমস্যার সমাধান সব পর্যায় থেকেই হতে হবে। নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে ২০০৯ সালে হাইকোর্ট একটি নির্দেশনা জারি করেন। সব কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ওই নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে বলা হয়। তবে এ ব্যাপারে দূর্বলতা এখনো রয়ে গেছে। এই ক্ষেত্রে আমাদের দৃঢ় ভূমিকা রাখতে হবে।বর্তমানে আলোচনা ও সংসদে পাসের জন্য একটি খসড়া আইন প্রস্তুত আছে। আইনটি পাস হলে তা নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধে জোরালো ভূমিকা রাখবে।

তবে আশার কথা হলো, বাংলাদেশের সুশীলসমাজ নিশ্চুপ নয়। পয়লা বৈশাখে নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে, প্রতিবাদ সভা-সমাবেশ-মিছিল হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমেও তীব্র প্রতিবাদ হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ যে নারীর প্রতি সহিসংতার বিরুদ্ধে যথেষ্ট সোচ্চার এবং তারা এর অবসান চায়-এসব প্রতিবাদ এরই ইঙ্গিত বহন করে।

এই বিক্ষোভ-প্রতিবাদে আমাদের সবার শামিল হওয়া উচিত। আমাদের বন্ধুরা যদি নারীকে হয়রানি করেন, তার তীব্র প্রতিবাদ করা উচিত। আমাদের চাচা-চাচিরা যদি তাঁদের অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের বিয়ে দিতে চান, তার বিরুদ্ধে দাড়াঁনো উচিত। বাইরের জগৎ নারীর জন্য নিরাপদ করতে আমাদের সবাইকে সক্রিয় হতে হবে।

• *নার্গিস ইসলাম, উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক মনিটরিং ও রিপোর্টিং*

মধুপুর মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

এরপর সম্মানীত অতিথিদের হাতে পুষ্পস্তবক এবং বুরোর ক্রেষ্ট প্রদান করে আমাদের কর্মীবোনেরা। অনুষ্ঠানে বুরো বাংলাদেশের শুভানুধ্যায়ী অনেক বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন, তাদের সাথে সকলের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন সংস্থার পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচী জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম। এরপর বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন স্বাগতঃ ভাষন দেন।

উপস্থিত অতিথিদের মধ্য থেকে কয়েকজন সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন এবং বুরো বাংলাদেশের কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বুরো বাংলাদেশের গভর্নিং বডির সদস্যদের পক্ষ থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা, প্রাক্তন সচিব এবং রাষ্ট্রদূত জনাব আনোয়ার-উল-আলম শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর সম্মানিত অতিথি মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান এবং প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব জনাব অমলেন্দু মুখার্জি তার বক্তব্য প্রদান করেন এবং মধুপুর মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বুরো বাংলাদেশের সার্বিক পারফরমেন্সে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং পল্লী অঞ্চলে এ ধরণের একটি উচ্চমানসম্পন্ন মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করেন। অতঃপর অনুষ্ঠানের সভাপতি, বুরো বাংলাদেশের গভর্নিং বডির সম্মানিত চেয়ারপারসন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ, জনাব সুখেন্দ্র কুমার সরকার তার

বক্তব্য প্রদান করেন। সবশেষে বুরো বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সহকারী পরিচালক ফারমিনা হোসেন উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালকসহ অনেকেই।

শীতার্তদের মাঝে বুরো বাংলাদেশের শীতবস্ত্র বিতরণ

বরাবরের মত এবারও শীতজর্জরীত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল বুরো বাংলাদেশ। কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার বিলুপ্ত ছিটমহল দাসিয়ার ছড়ায় গত ২৪/০১/২০১৭ তারিখে শেখ ফজিলাতুন্নেসা দাখিল মাদ্রসা মাঠে দুস্থ ও শীতার্ত ৫০০টি দরিদ্র পরিবারের মাঝে বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক ৫০০টি কম্বল বিতরন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদ চেয়াম্যান মোঃ নজির হোসেন, উপজেলা নিবাহী কর্মকর্তা দেবেন্দ্র নাথ উঁরাও এবং বুরো বাংলাদেশের পক্ষে ছিলেন বগুড়া বিভাগীয় ব্যবস্থাপক মোঃ এরশাদ আলম, বগুড়ার আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (ভারঃ) মোঃ আলতাফ হোসেন, রংপুরের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (ভারঃ) উত্তম কুমার বাসাক এবং রংপুর অঞ্চলের সাতজন এলাকা ব্যবস্থাপক।

শোক সংবাদ

মেয়েকে শিক্ষিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রবল ইচ্ছে ছিল তাসলিমার

তাসলিমা আক্তার, কর্মসূচী সংগঠক, নারায়নগঞ্জ অঞ্চলের ভুলতা শাখায় কর্মরত ছিলেন। বুরো বাংলাদেশে তার যোগদান ১৭/১২/২০০৬ তারিখে। গত ০৭ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন বুরো পরিবারের আরো একজন কর্মী বোন। তাসলিমা আক্তার একজন অভিজ্ঞ ও কর্মঠ কর্মী ছিলেন। বুরোর প্রতি তার ছিল গভীর আস্থা ও আন্তরিকতা। খুবই মিশুক প্রকৃতির ছিলেন তিনি। তাসলিমার মৃত্যুর বছর সাতেক আগে তার স্বামীও মারা যান। ১৩ বছরের একমাত্র কন্যাকে রেখে তিনিও চলে গেলেন। মেয়েকে শিক্ষিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রবল ইচ্ছে ছিল তার। তিনি যেমন মানবতার সেবায় কাজ করেছেন, তেমনি মেয়েকে নিয়ে স্বপ্ন ছিল ডাক্তার হয়ে মানবতার সেবায় কাজ করবে। তার প্রত্যাশা সফল হোক-এই কামনা করি। তাসলিমা আক্তারের মত একজন দক্ষ ও পরিশ্রমী কর্মীর মৃত্যুতে বুরো বাংলাদেশের প্রতিটি কর্মী মর্মাহত। বুরো পরিবার তাসলিমা আক্তার-এর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে।

• *নিলুফুন নাহার চৌধুরী, সহকারী কর্মকর্তা- মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা*

বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

BURO Bangladesh

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬ ● সংখ্যা-৭ ● বর্ষ-২

প্রধান কার্যালয়ের কর্মীদের নিয়ে কর্মীসভা

সম্প্রতিপ্রধান কার্যালয়ের কর্মীদের নিয়ে নিয়মিত কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নির্বাহী পরিচালকসহ সকল পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়, সুযোগ সুবিধা, টীমওয়ার্ক উন্নয়ন, কার্যালয়ের নানাবিধ সমস্যাসমূহ এবং প্রতিকারের উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

গভর্ণিং বডির ১১৭ তম সভা

গত বছর ৯ই নভেম্বর বুরো বাংলাদেশের গভর্ণিং বডির ১১৭ তম সভা প্রধান কার্যালয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গভর্ণিং বডির সম্মানিত সদস্যগণ এবং নির্বাহী পরিচালকসহ সকল পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বুরো বাংলাদেশের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব সুখেন্দ্র কুমার সরকার।

অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা বিভাগের সমন্বয় সভা এবং কর্মশালা

সম্প্রতি মধুপুর CHRD-তে অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা বিভাগের দুই দিনব্যাপী বাৎসরিক পরিকল্পনা ও সমন্বয় সভা-২০১৭ এবং অভ্যন্তরীন নিরীক্ষার পরিধী নির্ধারণী বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালক-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা জনাব খন্দকার মাহফুজুর রহমান এবং অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা বিভাগের সমন্বয়কারী জনাব আমিনুল করিম মজুমদার সহায়ক হিসাবে পুরো অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন উপস্থিত থেকে বিভিন্ন বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

বুরো বাংলাদেশের ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২২শে ডিসেম্বর বুরো বাংলাদেশের ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা প্রধান কার্যালয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সাধারণ পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বুরো বাংলাদেশের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব সুখেন্দ্র কুমার সরকার। সভায় আলোচ্যসূচীর মধ্যে অন্যতম ছিল ২০১৫-১৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন। এ সভায় পরবর্তী তিন বছরের জন্য গভর্নিং বডি নির্বাচন করা হয়। তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন।

খবরাখবর সংকলনে : প্রাণেশ বণিক

উপদেষ্টা: জাকির হোসেন, **সম্পাদকমণ্ডলী:** প্রাণেশ বণিক, নজরুল ইসলাম, এস এম এ রকিব, নার্গিস মোর্শেদ

বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক বাড়ি-১২/এ, ব্লক-সিইএন(এফ), সড়ক-১০৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত। ফোন: ৯৮৬১২০২, ৯৮৮৪৮৩৪, ফ্যাক্স: ৯৮৫৮৪৪৭, ইমেইল: buro@burobd.org, ওয়েব: www.burobd.org